দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 MAR 2012
পৃ ৭ কলাম ২

ঢাকা মেডিক্যালকে ভার্সিটি করা নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র!

আতংকে অসহায় রোগী, আন্দোলনে কর্মচারী

■ আবুল খায়ের

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলেজ ও হাসপাতালের নার্স, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমেছেন। এতে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা সেবা। এ সত্যতা একজন কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, দরিদ্র ও অসহায় রোগীরা চিকিৎসা সেবার জন্য আর কোথাও ঠাঁই না পেলেও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। এ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার জন্য কোন 'না' শব্দ নেই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যখন আসবে তখনই রোগীরা ভর্তির সুযোগ পায়। এ হাসপাতালে আগত রোগীদের মধ্যে ৮৫ ভাগই দরিদ্র বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ডাক্তার ও নার্সরা জানান। এ অবস্থার মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ সৃষ্ঠু পরিবেশে মোটামুটি ভালভাবে চলছে এবং রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তার কার্যক্রমও চলছে ব্যাপকভাবে, যা দেশ-বিদেশে প্রশংসিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কাছাকাছি। মাঝখানে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার বিষয়টি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অনেকে দাবি করেন। কোন কোন কর্মকর্তা, ডাক্তার ও বিএমএ'র কতিপয় নেতা দাবি করেন, বিরোধী দলের একটি আন্দোলনের ইস্যু তৈরি করে দেয়ার ষড়যন্ত্র এটি। যার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাব দিয়েছেন, তার অতীত রাজনীতি বিশ্লেষণ করলে তা বুঝতে অসুবিধা হবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তা বলেন, এ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৬

ঢাকা মেডিক্যালকে বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। এতে দরিদ্র ও অসহায় রোগীরা সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবে। গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভুল বুঝিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করছে একজন বিশেষ ব্যক্তি। তাদের আশঙ্কা-এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য বিভাগে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি চক্র বর্তমান সময়টি বেছে নেয়। প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের শীর্ষ কর্মকর্তাগণ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিএমএ, নার্স, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নেতৃবৃন্দ আহবান জানিয়েছেন।

এদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডা. আ ফ ম রুহুল হক বলেন, ঢাকা মেডিক্যালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হলে দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ হবে না। নিয়োজিত নার্স, কর্মচারীদের কোন ক্ষতি হবে না। দরিদ্ররা বর্তমান যে অবস্থায় চিকিৎসা সেবাপাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ব্যবস্থায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাবে। নার্স, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বিষয়টি না বুঝেই আন্দোলন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হলে গরীব রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি শুধু অপপ্রচার বলে মন্ত্রী জানান।

দেশে দুর্ঘটনায় আহতদের ৯০ ভাগকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ে থাকে। সব ধরনের চিকিৎসা সেবার একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র এ হাসপাতালটি। পাশাপাশি পোড়া রোগীদের আধুনিক ব্যবস্থায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র রয়েছে ঢাকা মেডিক্যালে। সেখান রয়েছে একশত শয্যার আলাদা বার্ন ইউনিট। ১৭০০ শয্যার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিন চিকিৎসাধীন রোগী থাকে ২৮০০ থেকে ৩০০০ জন। ওয়ার্ডে, বারান্দায়, করিডোরে ও সিঁড়ির নিচে বিছানায় অবস্থান নিয়ে দরিদ্র রোগীরা সুচিকিৎসা পাচ্ছেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেন, এ হাসপাতালে আগত রোগীদের মধ্যে ৮৫ ভাগেরই বাইরে থেকে সুই সুতা কেনার ক্ষমতা নেই। ৯৬ থেকে ৯৮ ভাগ ওষুধ সামগ্রী এ হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা হয়। একশত ভাগ রোগী সুচিকিৎসা পাচ্ছেন বিনামূল্যে। তাদের বেসরকারি হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা নেয়ার সামর্থ্য নেই। চিকিৎসকদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিব অধ্যাপক ডা. শরিফুদ্দিন আহমেদ বলেন, গরীবের চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হলে সেই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নেই। তবে অসহণের চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থা বহাল রেখে স্বাস্থ্য সেবার যে কোন উন্নয়ন করতে তিনি একমত বলে জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন, সিন্ডিকেট সদস্য ও সিনিয়র অধ্যাপকসহ ১০ জন শীর্ষ কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপকালে একজন ছাড়া বাকি নয়জন বলেন, এ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছে। বর্তমান ভিসিসহ অন্য কর্মকর্তাদের অনেক চেষ্টা ও নিষ্ঠার কারণে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যালে সরকারি অবকাঠামো পরিবর্তন ও অনবল নিয়োগে দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হবে। কারণ বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ৬০ ভাগ বেড ফ্রি থাকলেও গরীবের তা পেতে অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। মোট কথা ঢাকা মেডিক্যাল আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হলে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে আরেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে ভুল বুঝানো হয়েছে বলেও কর্মকর্তারা দাবি করেন। একই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসিক চিকিৎসা অনুষদের ডিন ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান (স্থাচিপ মহাসচিব) অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সলান বলেন, সকল সরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানকে স্বায়ত্তশাসনে আনা উচিত। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের চেয়ে দরিদ্র রোগী বেশি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। ঢাকা মেডিক্যালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার বিষয়টি বাস্তবায়ন তার নৈতিক দায়িত্ব বলে তিনি দাবি করেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নার্স, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা দিনের বিশেষ সময় আন্দোলন কর্মসূচিতে থাকায় চিকিৎসা সেবা কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। তবে জরুরি চিকিৎসা ও অপারেশনে কোন সমস্যা হয় না। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিদিন বহির্বিভাগে তিন সহস্রাধিক রোগী আসে চিকিৎসার জন্য। জরুরি বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় প্রায় এক হাজার রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়ে থাকে। নার্স ও কর্মচারীদের দাবির বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় হলে নার্স, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরির কোন ক্ষতি হবে না। তাদের বর্তমান সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে। দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যা হবে না বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে, নার্স, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিব আব্দুল খালেক বলেন, আইপিজিএমআরকে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করায় দরিদ্র রোগী, কর্মকর্তা, নার্স, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চরম দুর্দশা হয়েছে। তা সকলের জানান। গত শনিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার বিষয়টি তারা মেনে নেবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন।

গত ২৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি চিঠিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে ঢাকা মেডিক্যালকে বিশ্ববিদ্যালয় করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি জানানো হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১১ জানুয়ারি থেকে নার্স, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ বলেন, ঢাকা মেডিক্যালকে বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত শীর্ষ পর্যায়ের। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করার সময় খুঁটিনাটি বিষয়গুলো যাচাই করে দেখা হবে। এতে কারো সুযোগ-সুবিধা কর্তন করা হবে না বলে জানান তিনি।